অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছেন বিটিটিবির শীর্ষ কর্মকর্তারা

পরিচালক তৌফিককে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ

ইনকিলাব রিপোর্ট : অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছেন বিটিটিবির শীর্ষ কর্মকর্তারা। অনেকেই এই অবৈধ ব্যবসার বদৌলতে আজ শত শত কোটি টাকার মালিক। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের একজন বিটিটিবির পরিচালক তৌফিক। গত ৬ মার্চ ওই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করেন যৌথ বাহিনীর কর্মকর্তারা। কয়েক বছরে তৌফিক অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন ৫০০ কোটি টাকার বেশী। শুধু তাই নয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলে, মন্ত্রী ও প্রভাবশালী আমলাসহ নানা পেশার লোকজনের সাথে ছিল তার সখ্য। গড়ে তুলেছিলেন রাজধানীর মগবাজারে সন্ত্রাসী 'হীরা' বাহিনী। প্রভাবশালী এই কর্মকর্তা শুধু দেশেই নন, নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন দেশেও গড়ে তোলেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। বিটিটিবির অনেক শীর্ষ কর্মকর্তার সাথেই রয়েছে তার গোপন আঁতাত। রমনা থানা পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

যৌথ বাহিনী সূত্র জানায়, গত ৫ মার্চ গোপন সংবাদের সূত্র ধরে বিটিআরসির একটি পরিদর্শক দল গুলশান এলাকার ওনেট নামক আইএসপিতে অভিযান চালায়। অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে উক্ত আইএসপিটি অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসার সঙ্গে কোনভাবেই জড়িত নয় দাবী করলেও পরবর্তীতে নিকেতনের একটি বাসা হতে প্রচুর ভিওআইপি সরঞ্জাম এবং দুই শতাধিক সীমকার্ড উদ্ধার করে। নিকেতনের ঐ বাসাতে ওনেট থেকে ১০ মেগা বান্ডউইথ-এর একটি অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ নিয়ে ওনেট থেকে অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা পরিচালনা করা হতো বলে বিটিআরসির পরিদর্শক দল নিশ্চিত হয়। জানা যায়, ওনেট-এর সাথে বর্তমানে বিটিটিবি হতে ডায়াল আপ সার্ভিসের জন্য ১২টি ই-১ এবং সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক থেকে ১৪ মেগা ব্যান্ডউইথ সংযোগ রয়েছে। ছোট একটি আইএসপি এত ব্যান্ডউইথ কিভাবে কোথায় ব্যবহার/বিতরণ করছে এসব জানতে চাওয়ার পরই অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসার সন্ধান পাওয়া যায়। ওনেটে প্রাপ্ত নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ঢাকার উত্তরা, ধানমন্ডি, বাড্ডা, বারিধারা, কাওরানবাজারসহ আরো অনেক জায়গায় এই নেটওয়ার্ক বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়। নিকেতনের ঐ বাসার ভাড়াটিয়া আজিম হোসেন বিটিআরসি পরিদর্শক দল কাজ শুরু করার পর থেকে পলাতক রয়েছেন। ওনেটের কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। ওনেটে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের বিগ বস হিসেবে বিটিটিবির পরিচালক তৌফিকের নাম উল্লেখ করেন। ওনেটের কাগজপত্র সরেজমিনে বাছাই করে দেখা যায়, এ কোম্পানীর ৯ জন শেয়ার হোল্ডারের তিনজনই হচ্ছে তৌফিকের মা, বোন আর স্ত্রী। তৌফিকের মা গোয়েন্দাদের জানান, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না এবং তিনি বাংলাদেশের কোন কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার নন। পরিদর্শক দল নিশ্চিত হয়েছেন তৌফিক তার নিজের ব্যবসাই নিজ পরিবার-পরিজনদের নামে পরিচালনা করতেন।

এ সব তথ্যের পর তৌফিককে গত ৬ মার্চ গভীর রাতে তার মগবাজারস্থ বাসার কাছ থেকে যৌথবাহিনী গ্রেফতার করে রমনা থানায় হস্তান্তর করে। যৌথবাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদে তৌফিক তার ভয়ঙ্কর ভিওআইপি ব্যবসা সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশ করে। তৌফিকের দেয়া তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের ভিওআইপির গোড়াপত্তন হয় তারই হাতে ২০০৩ সালে। তখন ভিওআইপি করা হতে বিটিটিবির টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে। তখন এই ওনেট এবং ওনেট-এর পূর্বসূরী 'ঢাকার চিঠি' আইএসপিতে তিনি সংযোগ দিয়েছিলেন ১২০০টি টেলিফোন লাইন। যার মধ্যে ১৫০টি ছিল বৈধভাবে নেয়া আর অবশিষ্ট ১০৫০টি লাইন বিটিটিবির এই কর্মকর্তা প্রশাসনে প্রভাব খাটিয়ে এবং বিটিটিবির লাইনম্যানদের ব্যবহার করে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গত ৫/৬ মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধুমাত্র ওনেট থেকেই তার মাসিক আয় ছিল ৮০ লাখ থেকে এক কোটি টাকা। যা নিউইয়র্কের একটি ব্যাংকে জমা হতো। নিউইয়র্ক থেকে এ ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে পনির ভূইয়া এবং মাসুদ মোহসিন নামে দুইজন প্রবাসী বাঙ্গালী। নিউয়র্কে রয়েছে অবৈধ কল টারমিনেশনের জন্য কলিং কার্ডের

জমজমাট ব্যবসা। তৌফিক এ রকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে ১০ থেকে ১৫টি অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা পরিচালনা করতেন বলে স্বীকার করেন। যাতে তার মাসিক আয় ছিল কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকা। যৌথ বাহিনীর তদন্ত অনুযায়ী এ যাবৎ প্রাপ্ত তৌফিকের অবৈধ সম্পদের পরিমাণ কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা।

এ বিপুল অর্থ তিনি ব্যবহার করতেন প্রশাসনের বড় কর্মকর্তা, দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আর সন্ত্রাসী বাহিনী পালন করার জন্য। দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে হারিস চৌধুরী, মোসাদ্দেক আলী ফালু, কোকো, নাসিম, জয়, হাজী সেলিম, মোরশেদ খান, বাবু, তমাল, তরিকুল ইসলামসহ আরো অনেকে রয়েছে। দেশের প্রশাসনের উঁচু স্তরের কর্মকর্তাদের সাথেও তার লেনদেন ছিল বলে তৌফিক প্রকাশ করেন। যার মধ্যে কিছু সচিব, যুগ্ম সচিব এবং নামকরা আইনজীবীরাও রয়েছেন। অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা পরিচালনার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করতেন তার অধীনস্ত বিটিটিবির কর্মকর্তা আর কর্মচারীদের। যার মধ্যে কিছু ডিই, এসডিই, এসএইও, টিসিটি, অপারেটর এবং ড্রাইভার রয়েছেন। তৌফিক একে একে এসব দুর্নীতিপরায়ণ সহকর্মীদের নামও প্রকাশ করে দিয়েছেন যৌথ বাহিনীর কাছে। এই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তিনি মাসে ২০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা মাসোহারা প্রদান করতেন বলে স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, প্রতিবার সাবমেরিন ক্যাবল কেটে দিয়ে ভিওআইপি ব্যবসায় অতিরিক্ত লাখ লাখ টাকা অবৈধভাবে অর্জন করার কথাও তিনি অকপটে স্বীকার করেন যৌথ বাহিনীর কাছে।

তৌফিক বিটিটিবির চাকরিকালে এযাবৎ ৫ বার সাসপেন্ড হন। সর্বশেষ তিনি গত সপ্তাহে সাসপেন্ড হয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে দায়ের করা তারই নিকট আত্মীয়দের মামলার সূত্র ধরে। তিনি ২০০৩ সালে মগবাজার মাদ্রাসার ছাত্র হত্যা মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। ইতিপূর্বে বিটিবিরি সম্পদ তছরুপ করার জন্য তার বিরুদ্ধে ৪ বার তদন্ত হয়েছিল। দোর্দণ্ড প্রভাবশালী এই কর্মকর্তা প্রতিবারই তার অশুভ শক্তি খাটিয়ে প্রতিটি মামলাই ঝুলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে কোকো, অর্থমন্ত্রীর ছেলে বাবুসহ আরো অনেকে তদবির করতেন, বিনিময়ে ব্যবসার থেকে প্রাপ্ত অর্থের শেয়ার ছাড়াও মনোরঞ্জনেরও ব্যবস্থা করতেন বলে জানায়। উচ্চ কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য গুলশানে রয়েছে তার বিলাসবহুল গেস্ট হাউজ। সেখানে মদ আর নারী মিলতো উপঢৌকন হিসেবে।

সর্বশেষ গত ৭ মার্চ গভীর রাতে তৌফিকের দেয়া তথ্যের সূত্র ধরে তার মগবাজারস্থ বাসায় যৌথবাহিনী অভিযান চালায়। বাড়ী তল্লাশি করে অবৈধ ভিওআইপি সরঞ্জাম, কাগজপত্র ছাড়াও অবৈধ অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। জানা যায়, তৌফিক তার নিজের নামে লাইসেন্স করা দুইটি অস্ত্র নিকটস্থ থানায় জমা রাখলেও তল্লাশিতে প্রাপ্ত এই অস্ত্রটির কোন ডকুমেন্ট নেই। তৌফিকের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে মগবাজার এলাকার ত্রাস 'হীরা' বাহিনীর সংযোগ রয়েছে বলে জানা যায়। হীরা বাহিনীর নিকট তৌফিক 'বড় ভাই' হিসেবে পরিচিত।

তৌফিকের উত্থান হয়েছে ভিওআইপি ব্যবসা দিয়ে। এ ব্যবসায় অতি সহজে এত বেশী টাকা উপার্জন করা যায় যা যৌথ বাহিনীর সদস্যদের বিস্মিত করেছে। এই অবারিত অর্থই ছিল দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা তাদের সন্তান এবং অন্যান্য কুচক্রী মহলের লোকজনদের টাকার উৎস। লুটপাট আর চাঁদাবাজি ছাড়া অবৈধ ভিওআইপির মাধ্যমে লব্ধ টাকাও দেশে সংগঠিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আর রাজনৈতিক ইস্যু বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহৃত হতো।